দক্ষিণ এশীয় গণসংহতি প্রচারাভিযান

জিএমও মুক্ত দক্ষিণ এশিয়া

জনগণের জন্য খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে হবে

জনমত গঠনের জন্য
ধারণাপত্র-৫

মার্চ ২০০৭

১। পটভূমি

১৯৯৬ সালে বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে উন্নয়ন সংগঠন ভায়া ক্যাম্পেসিনার মাধ্যমে খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণার সূত্রপাত ঘটে। নয়া উদারবাদী ধ্যান ধারণার বিকল্প হিসেবে খাদ্যে সার্বভৌমত্বের ধারণা বিকাশ লাভ করে। তারপর থেকে ব্যাপারটি জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কৃষি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। কৃষি, পরিবেশ এবং মানুষের খাদ্যের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে নয়া-উদারবাদী অর্থনীতি সবসময়ই বাণিজ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

দুনিয়ার মানুষের ক্ষুধা নিরসনে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কখনই কোন অবদান ছিল না। বরং কোম্পানিগুলো কৃষি পণ্যের আমদানির ওপর সাধারণ মানুষকে নির্ভরশীল করে তুলেছে এবং কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ করেছে। মানুষের স্বাস্থ্যের পাশাপাশি এভাবেই ধ্বংস হয়েছে আমাদের পরিবেশগত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জিনসম্পদ। কোম্পানিগুলো লক্ষ কোটি কৃষককে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে বাণিজ্যিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণে বাধ্য করেছে।

বহুজাতিক কোম্পানি এবং দুনিয়ার পরাশক্তিগুলোর নির্দেশেই আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা নীতিকাঠামো প্রণয়ন করেছে।

সুতরাং, নয়া উদারবাদী অর্থনীতির কৌশলগুলোকে প্রতিহত করতে হলে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সরকারকে সমন্বিত কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২। খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য ও সম্পর্ক

খাদ্য সার্বভৌমত্বের ধারণা খাদ্য নিরাপত্তার ধারণাকে ছাড়িয়ে গেছে। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে শুধু বোঝায় যে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কোথায়, কত পরিমাণে, কী ধরনের খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছে সেসব বিষয় বিবেচনা করা হয় না। সকল রাষ্ট্র ও জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনগুলোর ঘোষিত উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

খাদ্য নিরাপত্তার এই ধারণা খাদ্যশস্যের অসম বাণিজ্য, খাদ্য সাহায্যের রাজনীতি এবং খাদ্যের ডাম্পিংকে উৎসাহিত করে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার যুক্তি হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে কৃষি পণ্য উৎপাদনে সমৃদ্ধ দেশগুলো থেকে খাদ্য শস্য আমাদানি করা অনেক ভাল পদ্ধতি। কিন্তু অন্য দেশের সস্তা ও প্রচুর পরিমাণ ভর্তুকিপ্রাপ্ত খাদ্যশস্য স্থানীয় কৃষকদের চাষবাসে নিরুৎসাহিত করে এবং কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ করে।

অন্যদিকে খাদ্য সার্বভৌমত্ব অনুযায়ী খাদ্য চাহিদা পূরণ করা কোন একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার অংশ। যদি কোন দেশের জনগণ তাদের পরবর্তী বেলার খাবার গ্রহণের জন্য অন্য কোন দেশ, কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের ইচ্ছা বা অনুকম্পা, উন্নত দেশগুলোর সহায়তার উপর নির্ভর করে তাহলে সেই দেশের জাতীয় নিরাপত্তা বা তার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত নয়।

৩। খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর বহুজাতিক নিয়ন্ত্রণ

ক। সবুজ বিপ্লব

সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে সারাবিশ্বে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। কিন্ত এতে করে পৃথিবীর খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়নি। বরং এই পদ্ধতি নিজেই অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। নতুন এই ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার কারণে পানি দূষিত হয়েছে, ভূমিক্ষয় হয়েছে এবং মাটির উর্বরাশক্তি হ্রাস পেয়েছে। সবুজ বিপ্লবের কারণে প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস হয়েছে এবং কৃষক তাদের জীবন জীবিকার জন্য কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশে সবুজ বিপ্লবের প্রথম দুই দশকে শস্য উৎপাদনের মাত্রা প্রায় ৬০০% বেড়ে যায়, আবাদি জমির পরিমাণ বেড়ে দাড়ায় ৮০০%, কিন্তু তা সত্ত্বেও ধানের উৎপাদন বাড়ে মাত্র ৬৫%।

খ। জিন প্রকৌশল বিদ্যা: গরিব দেশগুলো আবারও এর শিকার

জিএম কৌশল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর খাদ্য সমস্যার সমাধান করবে এই যুক্তি দেখিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সবুজ বিপ্লবের মত একই কায়দায় বিপুল পরিমাণ টাকা-কড়ি বিনিয়োগ করে জিন প্রকৌশলকে জনপ্রিয় করতে শুরু করে। বিজ্ঞানীরাই জিএম নিয়ে এখনও পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত না হতে পারলেও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এমনকি জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনগুলোও জিএম খাদ্যের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

গ। ধান জৈব প্রকৌশল বিদ্যা: দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য সার্বভৌমত্ব অর্জনে একটি বড় বাধা

দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশেই প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত। স্বল্প আয়ের বেশিরভাগ দেশেই বছরে মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের (রাইস ইনটেক) পরিমাণ হচ্ছে ১০০ থেকে ১৭০ কেজি। ফলে আশ্চর্য নয় যে, এই অঞ্চলের প্রায় সকল কৃষক ধান চাষ করেন। একসময় বাংলাদেশে প্রায় ১,৪০০ প্রজাতির ধান থাকলেও এখন এখানে মাত্র হাতেগোণা ১৪-১৫ প্রজাতির ধান চাষ হয়। বর্তমানে আবার জৈবপ্রকৌশল বিদ্যার মাধ্যমে ধানবীজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের পাঁয়তারা চলছে।

৪। দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য সার্বভৌমত্বের বাধাসমূহ

দক্ষিণ এশিয়ার ৭০% এর বেশি মানুষের জীবনজীবিকা সরাসরি কৃষির সাথে সম্পর্কিত। যদিও বর্তমান সময়ে কৃষি থেকে আয় কমে যাচ্ছে, একই সাথে জিডিপিতেও আয় কমে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য আমদানির হার ক্রমাগত বাড়লেও আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ অনাহারে দিন কাটায়।

অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এখন কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ করতে চায় এবং বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে চায়। যেখানে বড় অঞ্চল জুড়ে জমি চাষ করা হবে, এতে করে ক্ষুদ্র কৃষক চাষের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতেই দিনে দিনে খাদ্য উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং খাদ্য ব্যবস্থা আমদানি নির্ভর হয়ে পড়ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে মনসানটোর মত বহুজাতিক কোম্পানির কাছ থেকে বীজ আমদানিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এর বাইরেও এই অঞ্চলের দেশগুলো নিম্নলিখিত বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়।

- কৃষি শ্রমিক এবং অল্প জমির মালিকদের নিজ ভুমি থেকে উচ্ছেদ;
- মানব স্বাস্থ্য ও জমির উর্বরতা হ্রাস;
- স্থানীয় বীজ এবং সংরক্ষণ সংস্কৃতির বিলুপ্তি;
- একফসল এবং বায়ো-পাইরেসির হুমকির কারণে জনগণের হাতে থাকা প্রাণবৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে;
- জমি মালিকানার কাঠামো : ভূমি সংস্কারের প্রশ্ন;
- রপ্তানীমুখী চাষাবাদ এবং চাষাবাদ ব্যবস্থায় কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ;
- বীজের ওপর কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষকের অধিকার লংঘন।

›› ভেতরের পাতায়

সার্ক দেশে জিডিপিতে কৃষির অংশ

দেশ	জিডিপি'র শতকরা হার
বাংলাদেশ	২৪
ভুটান	৩৩.২
ভারত	২৩
নেপাল	৪০
পাকিস্তান	২৩
শ্রীলংকা	২০

Fig: Share of Agriculture to GDP in 2004

৫। উপসংহার এবং সুপারিশ

ক্ষুধা এবং দারিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এক দীর্ঘকালীন সমস্যা। এই অঞ্চলের মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধান এবং দারিদ্র নিরসনের সর্বশেষ উপায় হচ্ছে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। গ্রামাঞ্চলে এই উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়নের একটি উপায় হচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদন ও ভোগের কেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে কৃষক নিজেই উৎপাদন করবে এবং প্রয়োজনমত দ্রব্য ক্রয় করবে। এভাবেই স্থানীয় বাজার ও অর্থনীতি কেন্দ্রিক খাদ্য সার্বভৌমত্ব ক্ষুধা ও দারিদ্র দূরীকরণের জন্য জরুরি। খাদ্য সার্বভৌমত্বের এই ধারণার প্রতি দুনিয়ার উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর কৃষক ও ভোক্তাদের বিশ্বাস ও আস্থা থাকতে হবে। বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা রুখে দাঁড়াতে হবে। এর পাশাপাশি আমাদের অংশগ্রহণমূলক, টেকসই ও স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত কৃষি সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন থেকে আমাদের খাদ্য ও জমিকে মুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের দাবিসমূহ নিম্নরূপ;

- সার্ক দেশগুলোতে আমরা জিনগতভাবে রূপান্তরিত কোন খাদ্যশস্য চাই না;
- কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণ করা যাবে না;
- প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার এবং ভূমি সম্পদ মালিকানার উচ্চসীমা নির্ধারণ করতে হবে;
- আদিবাসীদের কৃষি ব্যবস্থার বিকাশে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে;
- সার্কভুক্ত প্রতিটি দেশে জাতীয় জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে;
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সুই জেনেরিস কাঠামোর আওতায় জৈব সম্পদের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং অবৈধ পেটেন্টের হাত থেকে জৈব সম্পদ রক্ষা করতে হবে;
- সামাজিক বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে হবে;
- সার্কভুক্ত দেশগুলোর কৃষি ভর্তুকির মধ্যে ভারসাম্য থাকতে হবে।

References

Ahmed Rashiduddin 1998 '' Assessment of Past Agricultural Policies" Bangladesh Agriculture in the 21st Century, p:4

Akash, M.M 1998 '' Bangladesh Environment Facing the 21st Century, p:42-48

Bangladesh Economic Review 2004

CPD, "Poverty alleviation through agriculture and rural development in Bangladesh" Working Paper 39

FAO, Synthesis of the Technical Background Documents, World Food Summit, 13-17 Nov. 1996

Hossain, M.S. Shamsuddoha, M, Akhteruzzaman M, 2004." Mollusc Aquaculture for Sustainable Coastal Livelihood" p: 71

Poverty Reduction Strategy Paper 2005, the Government of Bangladesh.

Shiva, Vandana. 2000. 'Stolen Harvest: The Hijacking of the Global Food Security" p:95-100.

Rosset Peter Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements, Food First, http://www.foodfirst.org/

সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান
Campaign for Good Governance

বাড়ি ১৩/৩, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : +৮৮০২-৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স : +৮৮০২৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : info@supro.org, ওয়েব : www.supro.org

গবেষণা টিম : মো: জাকারিয়া, সৈয়দ আমিনুল হক, বরকত উল্লাহ মারুফ, মো: শামছুদ্দোহা, প্রদীপ রায়, রেজাউল করিম চৌধুরী